দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করে কাজ করবেন। এর মধ্যে ১৩ ঘণ্টা ব্যয় করবেন সরাসরি ক্লাস নেওয়ার কাজে। শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং, গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। তারা মোট ২২ ধরনের কাজে অংশ নেবেন।

এসব বিধান রেখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা নির্ধারণসংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া প্রায় চূড়ান্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের টিচিংলোড ক্যালকুলেশন নীতিমালা, ২০২২’। সোমবার এ খসড়াটির ওপর ইউজিসিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কিছু মতামতসহ নীতিগত অনুমোদ হবে। এরপর একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে যথাযথ পর্ষদের অনুমোদনের পর এটি বাস্তবায়ন করবে বিশ্ববিদ্যালয়।

জানতে চাইলে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এবং মানসম্মত নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে। এটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে কোর্সভিত্তিক প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে; অন্যদিকে অতিরিক্ত শিক্ষ সাশ্রয় হবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এই নীতিমালা জারি হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ‘কোর্স’ অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত হবে।

আর শিক্ষার্থীদের ক্লাস হবে ‘ক্রেডিট আওয়ার’ অনুযায়ী। এই নীতি সামনে রেখে বিভাগের শিক্ষকের প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হবে। ফলে যেসব বি সেখানে নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হবে। এজন্য ইউজিসি সেখানে বাড়তি অর্থ মঞ্জুরি দেবে। আর যেখানে ইতোমধ্যে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োজিত আ

কিন্তু তারা অবসরে যাওয়ার পর ওই পদে আর কাউকে নিয়োগ করা যাবে না। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসবে শিক্ষা ছুটির বিপরীতে শূন্যপদে নি সর্বোচ্চ অতিরিক্ত ২০ শতাংশ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

অর্থাৎ, কোনো বিভাগে ২০ জন শিক্ষক থাকলে সেখানে আরও চারজন নিয়োগ করা যাবে। তবে একসঙ্গে নয়। এই হিসাবে পাঁচজন ছুটিতে গেলে ‘অস্থায়ী’ নিয়োগও বন্ধ হবে। ফলে পিএইচডি শেষে মূলপদের শিক্ষক ফিরে এলে চাকরি রক্ষার্থে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্তকে আর উচ্চ আদা শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও গবেষণা কাজ ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

নীতিমালায় শিক্ষকের ৪০ ঘণ্টাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-‘কন্টাক্ট আওয়ার’ ও ‘নন-কন্টাক্ট আওয়ার’। প্রথমটির কর্মঘণ্টা হবে ১৩ ঘণ্টা।

কন্টাক্ট আওয়ার বলতে বোঝাবে : সরাসরি ক্লাসরুমে পাঠদান, টিউটোরিয়াল-সেশনাল-সেমিনার পরিচালনা, ল্যাবরেটরিতে শিক্ষার্থীদের গাইড করা, নন-কন্টাক্ট আওয়ারে শিক্ষক ২৭ ঘণ্টা কাজ করবেন ১৩টি ক্ষেত্রে।

এগুলো হচ্ছে-কোর্স ম্যাটারিয়াল প্রস্তুত, পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, মৌখিক পরীক্ষা বা থিসিস উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীদের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ, বই/প্রবন্ধ লেখা এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা। প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণের জন্য যেহেতু পদে নন-কন্টাক্ট কোনো আওয়ারের মধ্যেই গণনা করা হবে না। এই কাজের মধ্যে আছে বিভাগের চেয়ারম্যান, হলের প্রভোস্ট এবং প্রক্টরশিপ ইত্যাদি।

নীতিমালায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টার চুক্তি পদভিত্তিক হবে। তবে প্রত্যেক শিক্ষকের ক্লাসসহ অন্যান্য কাজের জন্য ১৩

সেটি কার্যকর করা হবে।

ইউজিসির সোমবারের এ সভায় যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল। তিনি যুগান্তরকে প্রস্তাব সামনে এনেছে ইউজিসি।

বর্তমানে শিক্ষাছুটিতে থাকা একজনের বিপরীতে আরেকজন নিয়োগ করতে হয় শিক্ষার্থীদের স্বার্থে। এর ফলে একই পদের বিপরীতে দুজনকে নীতিমালায় এটি যৌক্তিকীকরণ হয়েছে।

এখন নিয়মমাফিকই নিয়োগ করা হবে। অন্যদিকে ব্যবহারিক ক্লাসে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন শিক্ষকের বিপরীতে ১৫ পরামর্শ আমরা দিয়েছি।

সবমিলে প্রস্তাবিত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা গেলে তা যুগান্তকারী ঘটনা হবে। আমরা এটিকে স্বাগত জানাই। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মেডি সেখানে সকালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সেমিনার, রোগী দেখার সময়ে দেওয়া লেকচার বা এর আগে যে লেকচার শিক্ষকরা দেন সেটিও 'ক হয়েছে।

9
Shares

যুগান্তর ইউটিউব চ্যা